বিবাহের বাহুল্যতা

মালবিকা ঘোষ

আমাদের দেশের মা-বাবারা বা অভিভাবকেরা সন্তান জন্মাবার পরে বা তার সূচনা থেকেই পরিকল্পিতভাবে জীবনটাকে ভাবতে শুরু করেন,যেমন সন্তানকে যত্ন আত্তি করে বাঁচিয়ে রেখে বড় করে তোলা,শিক্ষাজীবনের মধ্যে নার্সারী, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা মাষ্টার ডিগ্রী,জাতীয় উচ্চতর শিক্ষা এবং তারই মধ্যে খেলাধূলো, নাচগান, নাটক, লেখালেখি,আঁকা, সেলাই, পেঁটিরিট, কৃষ্টি, শিল্প-বানিজ্য যার যেদিকে ঝোঁক তাকে সেদিকে এগিয়ে দিয়ে অর্থকরী সাহায্যের ব্যবস্থা-সবকিছুই অভিভাবকেরা নিজেদের সার্মথ্য ও সুযোগমত করে থাকেন। শিক্ষাজীবন পূর্ণ হলে কর্মজীবন শুরু এবং তারপরেই সংসার জীবনকে গ্রহণ করা অর্থাৎ বিয়ে। ছেলেকে একটি মেয়ে অথবা মেয়েকে একটি ছেলে জীবনসঙ্গী হিসাবে জোট বেঁধে দেবার পরই কেবল মা-বাবারা তাদের সংসারজীবন থেকে ছুটি পেতে পারেন। আর এজন্যই মা-বাবা নিজেদের জীবনের ছন্দ রক্ষা করে সারাজীবনের যা কিছু সম্পদ বা সঞ্চয় রক্ষা করে তার একটা প্রধান অংশই ছেলে-মেয়ের বিয়েতে ব্যয় করেন।কারণ এটাই তাদের স্বপ্ন এবং এই স্বপ্ন নিয়েই জীবনে বেঁচে থাকেন। আর এটাতো জীবনে একবারই হয়। সুতরাং রাজা-উজির থেকে ঠাকুরচাকর, দাড়োয়ান প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে তার নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ এভাবে ব্যয় করে ছেলে-মেয়ের হাসি-খুশী মুখে তৃপ্তির চিহ্ন দেখতে পেলেই নিজেদের জীবন সার্থক বা ধন্য মনে করে।আর যারা সন্তান থাকা সত্ত্বেও এ কাজটা ওভাবে করতে না পারেন তারা নিজেদের জীবন সর্বতোভাবে ব্যর্থ মনে করতে থাকেন। সুতরাং সমাজে আনুষ্ঠানিক বিয়েতে যে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হয় তা কোনমতেই মূল্যহীন মনে করা যায় না। কারণ ঐ অর্থ বহুখাতে বহুজনের হাতে বিভিন্ন প্রয়োজনে তুলে দিতে হয়–যেমন ধরুন মোটমোটিভাবে বলতে গেলে দশর্কমা ভাণ্ডার থেকে শুরু করে গয়না, শাড়ি, ব্লাউস,বিছানাপত্র, বাসন-কোসন,ফার্নিচার,কসমেটিকস্ , পোষাক-পরিচ্ছদ,ফুল ,মালা, তাগা,ঘট, গামছা, খুড়ি, পিঁড়ি,টোপর, টি.ভি, ফ্রিজ, নানাবিধ ইলেক্ট্রিক্যাল গুডস্, কেনাকাটা বা জিনিষপত্র বহন করার জন্য গাড়ী,ডেকোরেটরস্,কেটারিং পুরোহিত সবকিছুই প্রয়োজন হয়। অনেক জিনিষই দোকান থেকে কেনা বটে কিন্তু দোকানীরা ওসব সংগ্রহ কওে বিভিন্ন স্থান ওজন থেকে। এতে অনেক সাধারণ বা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে-বউ-ছেলে শিল্পী বা কারিগর হিসাবে জড়িত আছে। বিভিন্ন রকমের এতগুলো সংস্থা বা পরিবার তাদের জীবনে এসব বেচাকেনা অর্থাৎ ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা গ্রহণ করেছে। এরা টাকার বিনিময়ে ক্রেতাকে সাহায্য করছে। তাই বিয়ের খরচটাকে কোনমতেই একটা বাজে খরচ মনে করা ঠিক নয়। সারা জীবনের ঐ সঞ্চিত অর্থ তো কেউ জুয়া বা নেশা করে নষ্ট করছে না। তবে ঐ টাকাটা বিয়েতে নষ্ট করা হলো মনে করা হবে কেন? আর এটা করতে হবে জেনেই সবাই দীর্ঘকাল যাবৎ স্বপ্নের জাল বুনে জীবন

কাটায় ।তার জীবনের আশা-আকাঙ্খা, চেষ্টা, প্রেরণার ছন্দ চলতে থাকে। তা না হলে সব স্তব্ধ হয়ে যেত। মানুষের জীবনের সব সদিচ্ছা নষ্ট হয়ে যাবে এবং মানসিক হতাশা দৈহিক পঙ্গুতা নিয়ে আসবে। কারণ মনের প্রভাব নিশ্চয়ই দেহে পরে। তাই বিয়ের খরচটাকে অপব্যয় বলে মেনে নেওয়া ঠিক নয় কোনমতেই। সুতরাং সামাজিক বিয়েতে এত খরচপাতি করে বহুজনের সমাবেশে বহুজনের শুভেচ্ছা ও আনন্দ উল্লাসের মধ্যে যে স্বীকৃতি তার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে বৈকি। আর এই বিশেষ ব্যবস্থা বন্ধ করে টাকাটা বিশেষ কোন সংস্থাকে দিয়ে দিলেই সব থেকে যে ভালো হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। হ্যাঁ, কোন কোন প্রয়োজনে কাউকে অর্থ সাহায্য করতে হলে মূল অনুষ্টান কিছুটা ছোট বা সীমিত করা যেতে পারে,কিন্তু একবোরে তা বন্ধ করে দেওয়া কোনক্রমেই তা যুক্তিযুক্ত নয়, যেমন দেখেছি রবীন্দ্রনাথের "কাবুলীওয়ালাতে" মিনির বাবা কাবুলীওয়ালাকে অর্থ সাহায্য দেওয়ায় বিয়েবাড়ীর আলোকসজ্জার অনেকটা কাটছাঁট করতে হল-এর বেশী কিছু নয়। তাই অলীক আদর্শ ও ভাবাবেগের প্রাবল্যে বহুলোকের জীবিকায় বা ব্যবসায় বাঁদ সাধা, বাড়ীর লোকজন, আত্মীয়স্বজন,বন্ধুবান্ধবদের সারা জীবন মনে করে রাখার মত ঘটনাবহুল নির্ভেজাল আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা, সর্বোপরি মা-বাবার চির আকাঙ্খিত মনের তৃপ্তিটুকু নস্যাৎ করে দেওয়া-এত সবকিছুর কোন প্রয়োজন আদৌ আছে বলে মনে হয় না। মানুষের শুভ উৎসব ও তার প্রভাব ঘরে বাইরে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে উপভোগ করা নাকি রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে করে জীবন কাটান নাকি লিভ্ টুগেদার জীবন বেছে নেওয়া-কোনটা ঠিক তা নূতন প্রজন্মই ভেবে দেখুক।

মালবিকা ঘোষ, কোলকাতা, ১৭/০৭/২০০৬